মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা
আপামর জনসাধারণের কল্যাণের মূলমন্ত্র

আজ সকালে ইমামদের জন্যে জাতীয় মানবাধিকার সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত হতে পেরে আমি অতিশয় আনন্দিত বোধ করছি। বাংলাদেশের সকল অঞ্চল হতে আজ আপনারা মানবাধিকার সম্বন্ধে এবং এ বিষয় আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হয়েছেন। এই মুহূর্তের প্রতিকী তাৎপর্যের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত রয়েছে এই বিষয়টির গুরুত্ব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সদয় উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের ধন্য করেছেন; রয়েছেন মন্ত্রী পরিষদের দু'জন বিশিষ্ট সদস্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী এবং এখানে আমরা বাংলাদেশের সবচেয়ে আধুনিক ও মর্যাদাকর সম্মেলন সুবিধা সংবলিত কক্ষে সভায় মিলিত হয়েছি।

মানবাধিকার ধারণাটি সত্যিই বেশ ব্যাপক এবং তা কতগুলো আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও আইনী বিধি-বিধান সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা হতেই এই সবগুলোর মূল চেতনা উৎসারিত। এই ঘোষণা অনুমোদিত হবার পর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ একে 'সকল জনগোষ্ঠী ও জাতির জন্যে একটি অভিন্ন অর্জনের মানদন্ড' হিসেবে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঘোষণা প্রদান করে। আজ ৫৪ বছর পর এটি নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য আজ তৎকালীন সময়ের বাস্তবিক প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

তারপর হতে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে আসা এই অর্ধশতাব্দিতে মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণা ধীর লয়ে ও অবশ্যম্ভাবীতার সাথে বিশ্বের আপামর জনসাধারণের জন্যে আবির্ভূত হয়েছে। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিচারে এক দেশ হতে আরেক দেশের বড় ধরনের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের জনগোষ্ঠি ও জাতিসমূহের এক বিশাল অংশ কেবল মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণার (UDHR) চেতনাই গ্রহণ করেনি, এই ঘোষণার মূল বক্তব্যও গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বহু দেশেই এই ঘোষণার ব্যাপক অংশ হুবহু বা সামান্য পরিবর্তনের পর তাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে আমার জন্যে বরাদ্দ সময়টুকুতে আমি নিজের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার পরিবর্তে মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণার এই দৃপ্ত বাক্যসমূহ যাতে দুইদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে আপনাদের মন জুড়ে এবং কর্ণে ধ্বণিত হতে থাকে সে ব্যাপারটি নিশ্চিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাব।

তবে মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণাটি কেবল উচ্চমার্গের নীতি কথার একটি তালিকা নয়, এটি বিশ্বব্যাপী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষাবিদদের জন্যে এক উদাত্ত আহ্বান যাতে তাঁরা "শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষার মাধ্যমে এই অধিকার স্বাধীনতাসমূহের ব্যাপারে শ্রদ্ধার মনোভাব জাগানো এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গতিশীল পদক্ষেপের মাধ্যমে এই অধিকারসমূহের সর্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি এবং সেগুলো পালনের ব্যাপারটি নিশ্চিত করার সংগ্রাম চালিয়ে যান।" আপনারা বাংলাদেশের সকল ধর্মের ইমাম ও পুরোহিত; লক্ষ লক্ষ জনগণ আপনাদের শ্রদ্ধার উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছেন এবং আপনাদের বাণী তারা অধীর আগ্রহে শোনেন, এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে আপনাদের উদ্দেশ্যেও পেশ করা হলো।

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বলেছেন যে, "কোন সংস্কৃতিতেই মানবাধিকারের বিষয়টি অচেনা নয় এবং সকল জাতির নিকটই এটি সুপরিচিত একটি বিষয়।" বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই এটা অবশ্যই সত্য। মানবাধিকারের প্রতি সমর্থন প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষের প্রতি সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা

পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখার জন্য ক্লিক করুন